আলমডাঙ্গায় বসতবাড়ির সামনে প্রাচীর নির্মাণ করে একটি পরিবারকে অবরুদ্ধ করার অভিযোগ

আলমডাঙ্গার পারকুলা গ্রামে চলাচলের রাস্তায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করে একটি পরিবারকে অবরুদ্ধ করে রাখার অভিযোগ উঠেছে। বাড়ি থেকে বের হতে না পেরে ভুক্তভোগী পরিবার হয়ে পড়েছেন দিশেহারা।

পুলিশ প্রশাসন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে এ অমানবিক কাজ বন্ধের আহবান জানালেও অভিযুক্তরা তা না মেনে ভূক্তভোগীকে প্রাণনাশের হুমকিও দিচ্ছে বলে একটি লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানাযায়, উপজেলা কালিদাসপুর ইউনিয়নের পারকুলা গ্রামের মিরাজুল ইসলামের ছেলে সোহেল রানা গত ৯ বছর পূর্বে একই এলাকার সাহাবুদ্দিন সাবুর নিকট থেকে ৩.৩২ শতক জমি ক্রয় করেন। সাহাবুদ্দিন সাবুর আর.এস খতিয়ানের ৪৬ নং দাগের ২২ শতক জমির মধ্যে ৩.৩২ শতক জমির উত্তর পার্শ্বে রাস্তা দেখিয়ে তিনি বিক্রি করেন। এনিয়ে পার্শ্ববর্তী জমির মালিক আবু হোসেনের ছেলে তরিকুল ইসলামের সাথে রাস্তা নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। তবে, সাবু দুই পক্ষকে ডেকে ওই জমির পিছন ইসমাইলের বের হওয়া রাস্তা দিক থেকে বের হবার ব্যবস্থা বের করে দেন সোহেল রানার পরিবারকে । গত ৪ বছর যাবৎ ওই রাস্তা ব্যবহার করছে সোহেল রানা তার পরিবারের লোকজন। এর একপর্যায়ে আরেক প্রতিবেশী মৃত আরশেদ আলীর ছেলে ইসমাইল হোসেন গত তিন মাস যাবৎ রাস্তা নিয়ে ঝামেলা শুরু করে। এনিয়ে দফায় দফায় স্থানীয় ফাঁড়িপুলিশ ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উদ্যোগে বৈঠক হয়। বৈঠকে ইসমাইলের জমির মধ্যে সরকারি খাস জমিতে রাস্তা বের করার সিদ্ধান্ত দেয়। তবুও ইসমাইল ও তার পরিবারের লোকজন তাদের যাতায়াত করতে দিবে না।

ইতোমধ্যে আজ সোমবার সকালে ইসমাইল ও তার পরিবারের লোকজন ইটের প্রাচীল দিয়ে অবরুদ্ধ করে রাখে। এহেন অমানবিক কাজের জন্য এলাকায় নিন্দার ঝড় বইছে।

আলমডাঙ্গার বিভিন্ন গ্রামে দু’দিনে তিনজন আত্ম*হ*ত্যা

আলমডাঙ্গায় গত দুইদিনে তিনটি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার আলমডাঙ্গার মধুপুর গ্রামে গলায় ফাঁস দিয়ে এক যুবতী ও বৃজস্পতিবার পাঁচকমলাপুরের সিহাব ও একইদিন জগন্নাথপুর গ্রামের সাবিহা খাতুন (৭৮) আত্মহত্যা করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামি ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামের দিনমজুর আলমঙ্গীর হোসেনের মেয়ে আখিঁ খাতুন (১৯)। গত তিন মাস আগে পার্শবর্তী ইবি থানাধীন রাধানগর গ্রামের ইমরান হোসেনের সাথে পারিবারিক ভাবে দেখাশুনা করে বিয়ে হয়। বিয়ের আগেই ওই যুবতীর জরায়ু রোগে আক্রান্ত ছিল। এনিয়ে স্বামীর ও তার পরিবারের সাথে মনোমালিন্য চলছিল। সে বর্তমানে মধুপুর গ্রামে তার পিতা আলমঙ্গীর হোসেনের বাড়িতে থাকতো। গতকাল শুক্রবার আখিঁ রোজায় থাকার কারণে ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমাতে যায়। এসময় পরিবারের লোকজনের অনুপস্থিতিতে ঘরের আড়াই ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে। পরিবারের লোকজন দরজা ভেঙে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেন।

এ-দিকে সিহাব আলী (১৮) নামের এক কলেজপড়ুয়া ছাত্রের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার রাত দেড়টার দিকে পাঁচকমলাপুর গ্রামে তার নিজ ঘর থেকে ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের লোকজন।

পরিবার জানায়, বাড়ির কবুতর বিক্রি নিয়ে নিহত সিহাব আলীর সাথে তার মায়ের ঝগড়া হয়। রাতে খাবার খেয়ে ঘরে ঘুমাতে যায়। মাঝ রাতে তার পরিবারের লোকজন খোঁজখবর নিতে গেলে সিহাবের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে। তারা চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এছাড়া আলমডাঙ্গা উপজেলা জগন্নাথপুর গ্রামে সাবিয়া খাতুন (৭৮) নামের এক বৃদ্ধার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে স্থানীয়দের সংবাদের ভিত্তিতে থানাপুলিশ

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ওই বৃদ্ধার লাশ উদ্ধার করে।

স্থানীয়রা জানায়, বৃদ্ধা সাবিয়া খাতুন বয়সের কারণে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ছিল। তার পরিবারের লোকজনও তেমন তাকে দেখাশোনা করত না। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে নিজ শোবার ঘরে শাড়ি পেঁচিয়ে তিনি আত্নহত্যা করে।

এবিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ওসি শেখ গণি মিয়া জানান, দুদিনে তিনজন আত্নহত্যা করেছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের সুরতহাল রিপোর্ট সংগ্রহ করেছেন । এছাড়া তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে পৃথক অপমৃত্যু মামলা করেছে।

আলমডাঙ্গায় বিশ্বভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্টিত হয়েছে।

গতকাল সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদ হলরুমে আসন্ন পবিত্র মাহে রমজানের পবিত্রতা রক্ষা ও দ্রব্যমুল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষে বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্টিত হয় ।

সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আইয়ুব হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহিল কাফি, পৌর সভার প্যানেল মেয়র খন্দকার মজিবুল হক। কলেজিয়েট স্কুলের উপাধ্যক্ষ শামিম রেজার উপস্থাপনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সমাজ সেবা কর্মকর্তা নাজমুল হক, উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জাহা, খাদ্য কর্মকর্তা আব্দুল হামিদ,

মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, বিশিষ্ট ব্যাবসায়ি সার মালিক সমিতি হাজী রফিক মিয়া, বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, কোষাধ্যক্ষ আলাউদ্দিন আহমেদ, ইসলামি ফাউন্ডেশনের সুপার ভাইজার আক্তারউজ্জামান, সেনেটারি ইনস্টেক্টর নিজাম উদ্দিন, আনছার ভিডিপি কর্মকর্তা আজিজুল হাকিম, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম প্রমুখ।

সভায় আসন্ন পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে বাজার স্থিতি রাখা, ভেজাল পন্য বিক্রয় না করা, ভোক্তাদের নাগালের মধ্যে পন্যের দাম ঠিক রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। বনিক সমিতির সভাপতি, সম্পাদক সহ সকল ব্যবসায়ী সংগঠনকে সহায়তা করতে আহবান জানানো হয়।

আলমডাঙ্গায় স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস, ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস এবং ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল দশটার দিকে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রস্তুতিমূলক সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট খন্দকার সালমুন আহমেদ ডন, ওসি তদন্ত একরামুল হোসাইন, পৌরসভার প্যানেল মেয়র খন্দকার মুজিবুল হক, হারদী হসপিটালের আর এম ও ডাক্তার শারমিন সুলতানা, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার আব্দুল্লাহিল কাফি, কৃষি অফিসার রেহানা পারভীন, রূপালী ব্যাংকের

ব্যবস্থাপক আনোয়ার হোসেন,বীর মুক্তিযোদ্ধা এডভোকেট আব্দুর রশিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক সাবেক পৌর মেয়র এম সবেদ আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার আব্দুল কুদ্দুস, একাত্তরের অগ্নি সেনা বীর মুক্তিযোদ্ধা মইনুদ্দিন পারভেজ।

কলেজিয়েট স্কুলের উপাধ্যক্ষ শামীম রেজার উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা আজিজুল হাকিম, তথ্য কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাস, বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, কোষাধ্যক্ষ আলাউদ্দিন মিয়া, স্যার ডিলার সমিতির সভাপতি হাজী রফিকুল ইসলাম, ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা আল মামুন।

তাছাড়া অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খান, মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান, উপজেলা মডেল মসজিদের ইমাম মাসুদ কামাল, উপজেলা মডেল মসজিদের হাজী হাফেজ ওমর ফারুক প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় ৯ দোকানিকে সাড়ে ৯ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গায় রমজানের দ্বিতীয় দিনে বাজার তদারকিতে নেমেছিল ভ্রাম্যমাণ আদালত ও মনিটরিং দল। ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা ছাড়াও পৌর শহরের ৯টি দোকানিকে অতি মুনাফার জন্য সাড়ে ৯ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

তবে ভ্রাম্যমাণ আদালত ও মনিটরিং দল ঘুরে আসার পরপরই দাম বাড়িয়ে দিতে দেখা গেছে অসাধু ব্যবসায়ীদের। এক্ষেত্রে আইনের কঠোর প্রয়োগের কথা বলছে উপজেলা প্রশাসন।

সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, আলমডাঙ্গা পৌরবাজারে আজ বুধবার বিকেলে

উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বাজার মনিটরিং করতে দেখা যায়। বর্ধিত দামে বিক্রি হওয়া খেজুর, তরমুজ, শসা, ডালসহ বিভিন্ন নিত্যপণ্যের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা এবং আড়তদারদের সঙ্গে কথা বলেছেন তারা। পরীক্ষা করেছেন ক্রয়-বিক্রয়ের রশিদ। এরমধ্যে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অতিরিক্ত মূল্যে পণ্যবিক্রির দায়ে ৯ ব্যবসায়ীকে সাড়ে ৯ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত ও মনিটরিং দল চলে আসার পর পরই এসব ফল, শসা ও মুদির দোকানে আবার অতিরিক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে দেখা গেছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এমপি ছেলুন কে সংবর্ধনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্টিত

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দার কে সংবর্ধনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্টিত হয়েছে।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জননেতা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন এমপি।

তিনি বলেন আপনারা উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরে আছেন, প্রত্যেক দপ্তরেই সমস্যা আছে, সমস্যা চিহ্নিত করে স্ব স্ব দপ্তরে প্রেরন করেন এবং ঐ কপি আমাকে দেবেন, কারন তদবির ছাড়া কোন কাজই ঠিকমত হয় না। সমস্যা আছে সমাধানও আছে, তিনি পৌর সভা সম্পর্কে বলেন দীর্ঘবছর ধরে পৌর ভবন নির্মানের জন্য ১ কোটি টাকা বরাদ্ধ এসেছিল, জমি অধিগ্রহন হয়েছে কিন্ত বিল্ডিং হয়নি, মীর মহি থেকে গনুমিয়া কেউ পৌর ভবন নির্মান করেন নি। সেই ভবন নির্মানের টাকা কি হয়েছে সেটাও জানা নেই। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগকে বলেন আপনারা বলছেন দুই

সিফট শিক্ষা কার্যক্রম চালাবেন, কিন্ত আমি জানি আপনারা সঠিক ভাবে এক সিফট চালাতে পারবেন না, কারন কোন স্কুলে ৮/৯ জন কোন স্কুলে মাত্র ৩ জন শিক্ষক দিয়ে কাজ চালাচ্ছেন, আমার কাছে খবর আছে শিক্ষকরা কেউ কেউ বাড়ীর কাছে স্কুল হওয়ার কারনে ক্ষেত খামার পরিচর্চা করে এসে স্কুল করেন,আবার মেয়ে শিক্ষকরা বসে বসে সোয়েটার বোনে।আপনারা কিছু মনে নেবেন না কারন দেশটা আমাদের সকলের, এই দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ করতে হলে আপনাদের সহায়তা লাগবে।

সমাজ সেবা বিভাগ সম্পর্কে বলেন আপনারা বলছে দামুড়হুদার চাইতে আলমডাঙ্গা ভাতা কম পান, কারন হিসেবে এমপি ছেলুন বলেন তৎকালিন এমপি মোজাম্মেল হক জীবন নগর ও দামুড় হুদা দুই উপজেলার শতভাগ লোক গরীব দেখিয়েছে, যে কারনে আলমডাঙ্গায় লোক সংখ্যা বেশি হলেও তাদের থেকে ভাতা কম পাচ্ছি আমরা, তবে আপনারা উপরে লেখেন, আমি তদবির করে দেখব। এভাবে আলমডাঙ্গা উপজেলার প্রত্যেক অফিস প্রধানের সাথে মতবিনিময় করেন।

তিনি আরও বলেন আমি কৃতজ্ঞ আপনাদের প্রতি,আপনারা নিজ নিজ অফিসের মাধ্যমে সমস্যা তুলে ধরেন, আমি কাজ করতে ভয় পাইনা, আমাকে দিয়ে করিয়ে নিতে হবে। কথা দিচ্ছি আপনাদের সাথে নিয়ে যে সমস্ত অসাপ্ত কাজ আছে সেগুলি শেষ করব।

উপজেলা পরিষদের ভবন নির্মানের বিষয়ে তিনি একই কথা বলেন আপনারা টাকার বরাদ্ধ চেয়ে দরখাস্ত করে আমাকে কপি দেবেন আমি তদবির করে বের করে আনব। তবে সকলে সুষ্ট ভাবে দায়িত্ব পালন করবেন, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনে কেন ডায়গোনেস্টিক সেন্টার হল তার জবাব চান, তখন সাবেক কমান্ডার আব্দুল কুদ্দুস বলেন তৎকালিন কমান্ডার শফিউর রহমান জোয়ার্দের ও তৎকালিন ইউএনও করে গেছেন।এমপি তাদের নোটিশ করতে বলেন,যেন অচিরে ভবনটি মুক্ত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা এসে যেন কষ্ট না পায়।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রেহানা পারভীন, প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহিল কাফি, হারদী স্বাস্থ কমপ্লেকরসের মেডিকেল অফিসার সাঃ নাজনীন সুলতানা কনা, পৌর সভার প্যানেল মেয়র খনাদকার মজিবুল হক। উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ইনেস্ট্রক্টর জামাল উদ্দিনের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, জনস্বাস্থ প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ, প্রেসক্লাবের সাধারন সমরপাদক হামিদুল

ইসলাম, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত, মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আশুরা খাতুন, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, খাদ্য কর্মকর্তা আব্দুল হামিদ, আনছার ভিডিপি কর্মকর্তা আজিজুল হাকিম প্রমুখ। এর আগে তিনি উপজেলা এসে পৌছালে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

মতবিনিময় শেষে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এমপিকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এবং উপজেলা কৃষি অফিসের পক্ষ থেকে এমপি ছেলুনকে কৃষি পন্য মাশরুম, রঙিন ফুলকপিসহ কয়েক রকমের কৃষি পন্য উপহার দেওয়া হয়।

আলমডাঙ্গায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা, যুবকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গা চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মো. জীবন হোসেন (১৯) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে হারদি-ওসমানপুর সড়কের কানাপুকুর মাঠ নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জীবন মীরপুর উপজেলার মালিহাদ ইউনিয়নের রাজনগর গ্রামের মো. রশিদুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, মঙ্গলবার সকালে নিহত জীবন তার চাচাতো ভাইয়ের মোটরসাইকেল নিয়ে হারদি বাজারে ঘুরতে যায়। ফেরার পথে সে হারদি-ওসমানপুর সড়কের কানাপুকুর মাঠ নামক স্থানে এলে মোটসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক থেকে ছিটকে পার্শ্ববর্তী গাছের সাথে ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

ওসমানপুর ফাঁড়িপুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) কায়েস মাহমুদ ঘটনা নিশ্চিত করে বলেন, রক্তাক্ত অবস্থায় যুবককে উদ্ধার করে হারদি হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। লাশ

হাসপাতাল হতে উদ্ধার করা হয়েছে। পরিবারের কাছে হস্তান্তরের পক্রিয়া চলছে। এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার বধ্যভূমি পরিদর্শনে ও নেতাকর্মিদের সাথে মতবিনিময় এমপি ছেলুন

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন আলমডাঙ্গার বধ্যভূমি পরিদর্শন ও নেতাকর্মিদের সাথে মত বিনিময় করেছেন।

তিনি গতকাল সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে বধ্যভূমিতে এসে বধ্যভূমি পরিদর্শন শেষে মত বিনিময় করেন। মত বিনিময়কালে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,আওয়ামীলীগ হলো মাটি ও মানুষের সংগঠন।

এ সংগঠনের তৃণমূলের কর্মিরা হলো অত্যন্ত নিবেদিত। তাদের তেমন কোন চাওয়া পাওয়া নেই। তারা আওয়ামীলীগকে হৃদয়ে ধারণ করে। যার প্রমাণ তারা বার বার দিয়েছে। এবারের নির্বাচনেও তারা আওয়ামী লীগকে ভালোবেসে, শেখ হাসিনার প্রতি আস্তা রেখে নৌকায় ভোট দিয়ে আমাকে আবারও নির্বাচিত করেছে। তাদের এই ভালোবাসার ঋণ শোধ হবার নয়। তৃণমূলের নেতাকর্মিদের নৌকার প্রতি যে আস্তা তার প্রতিদান আমাদের দিতে হবে।

তিনি বলেন,বঙ্গবন্ধু এই দেশকে সোনার বাংলা গড়ে তোলার যে স্বপ্ন দেখতেন তাঁর সেই স্বপ্ন আজ বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদেরকেও মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে। দুঃখি মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে।উল্লেখ্য জননেতা সোলায়মান হক জোয়ার্দার সম্প্রতি বিদেশে চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরেই তার নিজ এলাকা চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গায় ফিরে আসেন।

মতবিনিময়কালে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা,

জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস,বন ও পরিবেশ বিষয়ক সমরপাদক সহিদুল ইসলাম, সাবেক সদস্য সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহসভাপতি লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু,সাবেক উপপ্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন,ইউপি চেয়ারম্যান আসিকুর রহমান ওল্টু,সোহানুর রহমান সোহান,শেখ আসাদুল হক মিকা,প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু,সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম,জেলা মৎসজীবিলীগের সভাপতি শাহাবুল ইসলাম, আওয়ামীলীগ নেতা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী ঠাণ্ডু রহমানউৎপলনহক, আব্দুল মালেক, কালিদাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি, জয়নাল আবেদীন, পৌর কাউন্সিলর ও উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক আলাল উদ্দিন, সাবেক জেলা পরিষদ সদস্য মিজানুর ররহমান,যুবলীগের উপজেলা যুগ্ম আহবায়ক ডিটু, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আশরাফুল হক, ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল হোসাইন বাদশা, পাপন রহমান, গোলাম সারোয়ার শামিম, লাভলু, শরিফুল মেম্বার প্রমুখ।

এর আগে এমপি ছেলুন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাসের সাথে দাপ্তরিক কাজের বিষয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তিতে এমপি ছেলুন শিক্ষাঙ্গের বেহাল দশার কথা তুলে ধরেন।এখন থেকে আমাদের সকলকে প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিতে তদারকি বাড়াতে হবে। ভবিষৎ প্রজন্মকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হলে অভিভাবকদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এরপর বধ্যভুমি পার্কের নকসা দেখেন এবং অচিরেই বধ্যভুমি শিশু পার্কের কারার সংকল্প ব্যাক্ত করেন।

আলমডাঙ্গা আঞ্চলিক সড়কে হেলেপড়া গাছ পথচারীর মরণফাঁদ

আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন আঞ্চলিক সড়কের দু’পাশে শতাধিক গাছ ও গাছের ডালপালা কাটা হয়নি। সড়ক জুড়ে রয়েছে কিছু হেলে পড়া গাছ। সারি সারি গাছের ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে মরা গাছও। এসব গাছ পথচারীর জন্য মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায়ই সড়কে ঝুঁকি নিয়ে চলছে

হাজারো গাড়ি। যে কোনো মুহূর্তে মরা গাছের ডাল ভেঙে পড়ে ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা।

স্থানীয়রা জানান, আলমডাঙ্গা উপজেলার সদর হতে চুয়াডাঙ্গা জেলা সদর পর্যন্ত ১৭ কিলোমিটার ও কুষ্টিয়া সদর অভিমুখে ৭ কিলোমিটার আঞ্চলিক সড়ক রয়েছে। এছাড়া পৌর এলাকা থেকে উপজেলার বেলগাছি বোর্ড বাজার পর্যন্ত ৪ কিলোমিটার সড়কের দুই পাশে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ হেলে গেছে। এছাড়া এসব গাছের ডাল শুকিয়ে প্রায়ই ভেঙে পড়ছে সড়কের ওপর। গাছের ডালপালা সড়কের দিকে হেলে থাকায় ঝুঁকি নিয়ে যানবাহন চলাচল করছে। কয়েক বছর ধরে এসব গাছ মরে থাকলেও কাটার উদ্যোগ নেয়নি চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ বিভাগ। ঝড়-বৃষ্টির সময় মরা গাছের ডাল ভেঙে প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনা এড়াতে এসব গাছ দ্রুত অপসারণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

ট্রাক ড্রাইভার আবেদ হোসেন জানান, চুয়াডাঙ্গা টু আলমডাঙ্গা আঞ্চলিক সড়কের কিছু গাছ হেলে পড়েছে। গাছের শুখনো ডালগুলো সড়কের মধ্যে আসায় ঝুঁকি নিয়ে যান চলাচল করতে হয়। ঝড়-বৃষ্টির দিন সড়কে গাছ ও ডাল পড়ে যানবাহন বন্ধ হয়ে যায়।

ব্যাটারি চালিত ইজিবাইক চালক মোশারফ হোসেন বলেন, পৌর শহরের সন্নিকটের সাত কপাট এলাকার আঞ্চলিক সড়কের একটি গাছ সড়কের মাঝে অর্ধেক হেলে পড়েছে। এতে যাতায়াতে আতঙ্কে থাকি, কখন গাছ ভেঙে ইজিবাইকের উপর পড়ে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন দপ্তরে হেলে পড়া গাছ ও ডালপালা অপসারণের জন্য তাদের অবগত করেছি। তবে পুলিশের প্রশাসনিক কার্যক্রমের বাইরে থাকায় জড়াল ভূমিকা নিতে পারছি না।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস জানান, আঞ্চলিক সড়কটি সওজের হলেও সড়কের দুই পাশের গাছগুলো জেলা পরিষদের। তারাই গাছগুলো দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। এ বিষয়ে জেলা পরিষদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ গাছগুলো ইতিমধ্যে মার্কিং করেছেন। টেন্ডার পক্রিয়াধীন রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সদস্য মজনুর রহমান জান্টু বলেন, সড়কের দুই পাশে গাছ ও ডালপালা হেলে পড়া গুলো চিন্হিত করে মার্কিং করা হচ্ছে। যাচাই বাছাই করে সেগুলো টেন্ডারের মাধ্যমে কেটে ফেলা

হবে। তিনি আরো বলেন- সাত কপাট নামক সড়কের রাস্তার উপরে হেলে পড়া একটি গাছ অর্ধাংশ দ্রুত কেটে সড়ক উন্মুক্ত করা হবে।

আলমডাঙ্গার ফরিদপুরে রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানে ইট ব্যবহারের অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর গ্রামে দেড় কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণকাজে নিম্নমানের ইটের খোয়া ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল রবিবার সরেজমিন ঘুরে নিম্নমানের ইট ভাঙা কাজে শ্রমিকদের ব্যস্ততার ছবি উঠেছে এসেছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ থাকলেও মানহীন ইট অপসারণের ব্যবস্থা নিচ্ছে না স্থানীয় প্রকৌশলী বিভাগ এলজিইডি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, অত্যন্ত নিম্নমানের ইট ঠুনকো আঘাতেই গুরো হয়ে যাচ্ছে। দেড় কোটি টাকার সড়কে নিম্নমানের ইট ব্যবহারের ক্ষুদ্ধ এলাকাবাসী। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ইট থেকে শুরু করে নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে দায়সারাভাবে কাজ শুরু করলে এলাকাবাসী বাধা দেয়। তবে ঠিকাদার আপত্তি উপেক্ষা করলে এলাকাবাসী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানান।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, রাস্তায় যেসব ইট ব্যবহার করা হচ্ছে তা নিম্নমানের। এতে রাস্তা টেকসই নিয়ে শঙ্কা রয়েছে। সেই সঙ্গে সরকারের কোটি টাকা ব্যয়ে গ্রামের মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করে সোনার বাংলা বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার মেসার্স মন্ডল ফিড কর্ণার মোতালেব হোসেনের সাথে মোবাইল ফোনে একাধিকবার ফোন দিলে তিনি রিসিভ করেনি।

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রকৌশলী এলজিইডি তাহিদ আহম্মেদ জানান, অভিযোগ পেয়েছি, সরেজমিনে পরিদর্শন করে অভিযোগের সত্যতা পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদি সত্যতা পাই তাহলে মানহীন ইট অপসারণ করে

কাজ করা হবে।